Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 24, 1433 Bangla, June 07, 2026, Sunday, No. 152, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has emphasized on tree plantation, maintaining soil quality and adapting to environment. (Jago News: 10)

Turkish Foreign Minister has called on Bangladesh's Prime Minister; discussed various issues of mutual interest. (R. Today: 18)

Bangladesh government has decided to form a joint committee with Türkiye at defence and foreign ministers level to strengthen political and defence cooperation between two countries. (DW: 09)

Prime Minister's Finance and Planning adviser has said, 'Recovery and Reconciliation' project will be included in upcoming national budget to address country's economic condition. (R. Today: 18)

Home Minister has said, there will be no place for extortionists in Bangladesh. (R. Today: 20)

Information and Broadcasting Minister has urged country's ICT experts to quickly prepare and submit draft of an effective national action plan to address cyber risks and ensure online safety. (Jago News: 10)

Health and Family Welfare Minister has said, mobile teams will start working across the country in next two to three days to prevent dengue. (Jago News: 13)

Environmentalists and energy experts have demanded for renewable energy sector's top priority in national budget, to reduce dependence on costly, import-reliant fossil fuels. (Jago News: 15)

BGB has foiled BSF's 'push-in' attempts of 56 people into Bangladesh through three different borders. (R. Tehran: 08)

Iran has claimed of attacking several US installations in Gulf region. (DW: 10)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ২৪, বাংলা ১৪৩৩, জুন ০৭, ২০২৬, রবিবার, নং- ১৫২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

মাটির গুণগত মান বজায় রেখে ও স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (জাগো নিউজ: ১০)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাক্ষাৎ; বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা। (রে টুডে: ১৮)

প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে তুরস্কের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের। (ডয়েচে ভেলে: ০৯)

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় নতুন অর্থবছরের বাজেটে 'রিকভারি ও রিকনসিলিয়েশন' প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা। (রে. টুডে: ১৮)

দেশে চাঁদাবাজদের কোনো জায়গা হবে না বলে মন্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। (রে. টুডে: ২০)

মিথ্যা সংবাদ, অপতথ্য ও ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের প্রতি একটি সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের খসড়া উপস্থাপনের আহ্বান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর। (জাগো নিউজ: ১০)

ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে সারা দেশে মোবাইল টিম কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১৩)

আমদানি নির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে আসন্ন জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবাদী ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের। (জাগো নিউজ: ১৫)

বিজিবি তিনটি ভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের মোট ৫৬ জনকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা প্রতিহত করেছে। (রে. তেহরান: ০৮)

গাল্ফ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরান। (ডয়েচে ভেলে: ১০)

বিবিসি

তুরস্ক কেন বাংলাদেশের সাথে সামরিক সহযোগিতা বাড়াতে চাইছে

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান ঢাকা সফরে এসে বাংলাদেশে সাথে প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বাড়ানোর যে পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন, তা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। সামরিক বা প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক সরঞ্জাম বিশেষ করে ড্রোন ও ট্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন কারখানা স্থাপনের সুযোগ আছে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক ও সামরিক বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেই তুরস্কের একটি ড্রোন নির্মাতা কোম্পানির কাছ থেকে ড্রোন সংগ্রহের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে রেখেছে। তিনদিনের বাংলাদেশ সফরের শেষদিনে মি. ফিদান আজ শনিবার সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে। তার এই সফরের সামরিক কিংবা প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতার বিষয়টি জোরেশোরে আলোচিত হলেও স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি। একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহযোগিতার বিষয়ে। তবে দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যচুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সাথে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য দু-শো কোটি ডলারের উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালেও তুরস্ক ছিল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ, আর সেই দেশটিই ২০১৮ সালে এসে বিশ্বের ১৪তম বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। দেশটি এখন শীর্ষ দশ রফতানিকারক দেশের একটি হতে চাইছে।

আলোচনায় কী এসেছে

ঢাকায় দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে সামরিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। তবে বাংলাদেশ তুরস্কের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন বা উন্নয়নে তুরস্ককে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। তবে ঢাকার কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে তুরস্কের সহযোগিতার বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে। তার আলোকেই ২০২২ সালে ড্রোন সংগ্রহ নিয়ে তুরস্কের কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছিল বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী। এবারেও দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরে সামরিক সহযোগিতার বিষয়টি তাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত এক দশকে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন যুদ্ধে তুরস্কের নির্মিত ড্রোন ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে। পাশাপাশি ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদনে দেশটির অগ্রগতি বাংলাদেশকে প্রতিরক্ষা উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে বাজার বৈচিত্র্যকরণের সুযোগ করে দিয়েছে। সেই আলোকেই রকেট সিস্টেম ও ড্রোনসহ নানা ধরনের ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম যৌথ উৎপাদন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে তুরস্কের সাথে পর্দার অন্তরালে আলোচনার আভাস দিচ্ছে কূটনৈতিক সূত্রগুলো। "চীনা অস্ত্র বাজার থেকে নির্ভরতা কমানোর চিন্তা হলেও মার্কিন ও ইউরোপের অস্ত্রের দাম বেশি। সেই প্রেক্ষাপটে তুরস্কের সাথে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগটি ইতিবাচক," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির। সামরিক বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম বলছেন, তুরস্কের ড্রোন ও ট্যাংকের সক্ষমতা এখন প্রমাণিত এবং একই সাথে খরচ কম কিন্তু সক্ষমতা বেশি এমন সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে তুরস্ক ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। "পাকিস্তান ও চীন পাকিস্তানে যুদ্ধবিমান তৈরি করে বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রি করছে। তুরস্কও তেমনি বাংলাদেশে যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে এগিয়ে আসতে পারে। আমার ধারণা, দুই দেশের সরকার সেই আলোচনাকেই এগিয়ে নিচ্ছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের তরফ থেকে না বলা পর্যন্ত এ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. ইসলাম।

এর আগে, বাংলাদেশ তুরস্ক থেকে মাইন সুরক্ষিত সামরিক যান ও বহুমাত্রিক রকেট প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সংগ্রহ করেছে। এছাড়া, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় থেকেই তুরস্ক থেকে গ্রাউন্ড সার্ভেইল্যান্স রাডার, সাঁজোয়া যান, পোর্টেবল জ্যামার, মিসাইল লঞ্চিং সিস্টেম, স্কাইগার্ড রাডার সিস্টেমসহ নানা ধরনের সমরাস্ত্র কেনা হয়েছে। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, এখন বাংলাদেশ চাইছে তুরস্ক ড্রোনসহ কিছু সামরিক সরঞ্জাম বাংলাদেশেই তৈরি করুক। দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিক থেকেও এ নিয়ে খুব একটা আপত্তি নেই। "সামরিক কেনাকাটার উৎস বৈচিত্র্যকরণের ক্ষেত্রে তুরস্ক বাংলাদেশের জন্য ভালো বিকল্প। দেশটি রোহিঙ্গাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বরাবরই বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে আসছে। এখন গাজীপুরে সমরাস্ত্র কারখানার আধুনিকায়নসহ বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা শিল্পে অংশীদারিত্ব মন্দ হবে না," বলছিলেন হুমায়ুন কবির। জানা গেছে, তুরস্ক চাইছে বাংলাদেশে সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য সেদেশে প্রশিক্ষণ সুযোগ বাড়াতে, যা বাংলাদেশকে যুদ্ধে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহার ও যুদ্ধ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেবে বলে দেশটি মনে করে। তবে বাংলাদেশ এখন প্রযুক্তি হস্তান্তরে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব মনে করে দীর্ঘমেয়াদে সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তুরস্কের প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে সহায়ক হবে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম বলছেন, "সামরিক সক্ষমতা বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান ধরে রাখার জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ।

সংঘাতময় বা যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য সামরিক দক্ষতা বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে তুরস্কের প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম সহায়তা বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হবে।" সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছেন, ইউক্রেন ও ইরান যুদ্ধের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে এটি নিশ্চিত যে, সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতেই হবে। "আমার ধারণা, এই আলোকেই তুরস্কের সাথে সম্পর্ক আর গভীর করতে সরকার সক্রিয় হয়েছে।"

শুধুই কি সামরিক সক্ষমতা?

বিশ্লেষকদের মতে, তুরস্ক কাশ্মীর ইস্যুতে এবং বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাদের ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করছে অনেক বছর ধরেই। বাংলাদেশেও দেশটি তাদের যোগাযোগ বাড়িয়েছে প্রায় এক দশক ধরে। এর আগে ২০২০ সালে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসেছিলেন। এবার সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই তুরস্ক যোগাযোগ আরও জোরদার করেছে বলে অনেকের কাছে মনে হচ্ছে। বিশ্লেষক এমদাদুল ইসলাম অবশ্য মনে করেন, তুরস্ক অনেকদিন ধরেই বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলোর একটি বলয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এবং দেশটির সেই সক্ষমতাও আছে। "কাশ্মীর ইস্যুতে তারা পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে। এখন বাংলাদেশের সাথে সামরিক সহযোগিতা জোরদারের যে কথা বলছে দেশটি, সেটি তাদের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হলেও অবাক হবো না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. ইসলাম। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২০ সালে দেশটির তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলিত শাভিসলু বলেছিলেন যে, তাদের অস্ত্র আমদানিকারকদের তালিকায় বাংলাদেশকেও পেতে চাইছেন তারা। প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন জার্নাল কিংবা তুরস্কের প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা হলো দেশটি শটগান, রাইফেল, স্নাইপার রাইফেল, লাইট মেশিন গান, হেভি মেশিনগান, ল্যান্ডমাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড, রকেট, সেল্ফ প্রপেল্ড গ্রেনেড, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান-সহ নানা ধরনের অস্ত্র ও সেন্সর তৈরি করে। তবে যেটি নিয়ে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়, সেটি হলো তুরস্কের বানানো ড্রোন। দেশটির কয়েকটি কোম্পানি ড্রোন উৎপাদন করে থাকে। এগুলোর মধ্যে মেশিনগান এবং গ্রেনেড বহনকারী ড্রোনও রয়েছে। বৈশ্বিক নানা সংঘাতের মধ্যে দেশটি এখন ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন ও রফতানিতে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে, যার লক্ষ্য বৈশ্বিক ক্ষেপণাস্ত্র রফতানিকারক দেশে পরিণত হওয়া। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে যে পাঁচ ধরনের ক্যান্সার বাড়ছে, কারণ কী?

বাংলাদেশে প্রতিবছরই বাড়ছে ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, দেশটিতে প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে ভুগে এক লাখ ১৬ হাজার পাঁচশজনের বেশি মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। সংস্থাটির হিসাবে, একই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন ১ লাখ ৬৭ হাজারেরও বেশি মানুষ। যদিও বাস্তবে সংখ্যাটি আরও বেশি হবে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। শুধু ঢাকার জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালেই গতবছর সাড়ে ৪২ হাজারের মতো ক্যান্সার রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩১ হাজারই নতুন রোগী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে, বাংলাদেশে বর্তমানে ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৩ লাখ ৪৬ হাজারের মতো, যা ২০১৮ সালের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেশি। একই সময়ে ক্যান্সার আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়েছে প্রায় আট শতাংশ। প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশুরাও ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে শিশুদের হার প্রায় দুই দশমিক চার শতাংশ। ২০২৫ সালে প্রকাশিত ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির মানুষ ৩৮ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। এর মধ্যে পুরুষরা ফুসফুস, খাদ্যনালি, মুখ ও ঠোঁটের ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, নারীদের মধ্যে স্তন, জরায়ুমুখ এবং ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে দেশে কোন কোন ধরনের ক্যান্সার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেটার পেছনে কারণ কী, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

খাদ্যনালির ক্যান্সার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে খাদ্যনালির ক্যান্সারে। ২০২২ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে এই ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৪২ হাজারেরও বেশি। প্রতিবছর আরও ২৫ হাজারের বেশি মানুষ এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন, যা মোট আক্রান্তের প্রায় ১৫ দশমিক এক শতাংশ। নারীদের তুলনায় পুরুষরাই খাদ্যনালির ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। আক্রান্তের হারের মতো এ ধরনের ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিবছর বাংলাদেশে যে সোয়া এক লাখ মানুষ ক্যান্সারে ভুগে মারা যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে খাদ্যনালির ক্যান্সারে প্রাণ হারাচ্ছেন ২৪ হাজারের বেশি। ক্যান্সারের মোট মৃত্যু হারের হিসেবে এটি প্রায় ২০ দশমিক নয় শতাংশ।

মুখ ও ঠোঁটের ক্যান্সার

আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে মুখ ও ঠোঁটের ক্যান্সার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে, বর্তমানে দেশে এমন ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৪০ হাজারের কিছু বেশি। এছাড়া প্রতিবছর ১৬ হাজারেরও বেশি মানুষ এই ক্যান্সারে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার এবং নারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এ রোগে ভুগে প্রতিবছর মারা যাচ্ছেন প্রায় সাড়ে নয় হাজারের মতো মানুষ, যা ক্যান্সারের মোট মৃত্যুর প্রায় আট দশমিক এক শতাংশ। ২০২৬ সালে প্রকাশিত জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও

হাসপাতালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর তাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মধ্যে আট দশমিক ৭১ শতাংশই এসেছিলেন মুখ ও ঠোঁটের ক্যান্সার নিয়ে।

ফুসফুসের ক্যান্সার

মৃত্যুহার বিবেচনায় খাদ্যনালির ক্যান্সারের পরেই রয়েছে ফুসফুসের ক্যান্সার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, এ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর বাংলাদেশে ১২ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। সংস্থাটির হিসেবে, বর্তমানে বাংলাদেশে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। প্রতিবছর নতুন করে আরও প্রায় ১৩ হাজার মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এর মধ্যে দশ হাজার জনই পুরুষ। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বলছে, ২০২৫ সালে তাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মধ্যে ১৮ শতাংশই ছিল ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত। সংখ্যার হিসেবে সেটি সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি বলে হাসপাতালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্তনের ক্যান্সার

বাংলাদেশের নারীরা যে-সব ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন, সেগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে স্তনের ক্যান্সার। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটিতে ক্যান্সার আক্রান্ত নারীদের মধ্যে ৩৬ দশমিক চার শতাংশই স্তনের ক্যান্সারে ভুগছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি নারী এ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত। প্রতিবছর নতুন করে আরও প্রায় ১৩ হাজার নারী স্তনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। সেইসঙ্গে, এর কারণে প্রায় প্রতি বছরই ছয় হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।

জরায়ুমুখের ক্যান্সার

স্তনের ক্যান্সারের পর নারীদের মধ্যে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি জরায়ুমুখের ক্যান্সারে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশটিতে নারী ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ১৯ শতাংশই প্রজনন সম্পর্কিত ক্যান্সারে ভুগছেন। এর মধ্যে ১১ শতাংশই জরায়ুমুখের ক্যান্সারে ভুগছেন। এর বাইরে, পাঁচ শতাংশ ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে এবং তিন শতাংশ জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশ এখন সাড়ে ২৬ হাজারেরও বেশি নারী জরায়ুমুখের ক্যান্সারে ভুগছেন। এছাড়া প্রতিবছর আরও প্রায় সাড়ে নয় হাজার নারী এই ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। একই সময়ে, পাঁচ হাজার আটশ' জনেরও বেশি নারী জরায়ুমুখের ক্যান্সারের কারণে মারা যাচ্ছেন।

কেন বাড়ছে?

ক্যান্সারের বিষয়ে বাংলাদেশে এখনো জাতীয়ভাবে কোনো তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়নি। যতটুকু তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, সেগুলো মূলত বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করা। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন, আক্রান্তদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশই হাসপাতালে যান না। "ফলে ক্যান্সার আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যাটা যে আরও বড়ো, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোস্তফা আজিজ সুমন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, দেশে প্রতিবছরই ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। পরিবেশ দূষণ এক্ষেত্রে অনেকটা দায়ী বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। "বায়ু দূষণের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আর আমাদের দেশের বাতাস যে মাত্রায় দূষিত, তাতে এখানে সুস্থ থাকাটা খুবই কঠিন," বলছিলেন ডা. সুমন। একইসঙ্গে, খাদ্যাভ্যাসসহ মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার কারণেই ক্যান্সার বাড়ছে। "বিশেষ করে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, ধূমপান করা বা তামাকপাতা সেবন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে," বলেন ডা. সুমন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্যদেশের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা কম বয়সে স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। "সারা পৃথিবীতে যেভাবে ব্রেস্ট ক্যান্সার পাওয়া যায় বয়স্ক নারীদের মধ্যে, আমাদের দেশে সেখানে বেশিরভাগ রোগী পাচ্ছি ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সি নারীদের মধ্যে," বলছিলেন ডা. সুমন। তবে সঠিক সময়ে টিকা গ্রহণ এবং সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার কমানো সম্ভব বলে মনে করেন চিকিৎসকরা। "আমাদের দেশে ইতোমধ্যে টিকাদান কার্যক্রম শুরু হলেও সেগুলোর কাভারেজ এখনও অনেক কম। ফলে টিকা কাভারেজ বাড়ানোর পাশাপাশি ক্যান্সার বিষয়ে যদি সবাইকে সচেতন করে তোলা যায়, তাহলে নারীদের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার- উভয়ই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে," জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক ডা. সুমন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

খলিলুর রহমানের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একাশিতম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের নির্বাচন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে তিনি ৯৯ ভোট পেয়ে সাইপ্রাসের প্রার্থী আন্দ্রিয়াস এস কাকুরিসকে পরাজিত করেন। যিনি ৯১ ভোট লাভ করেন। সংখ্যাগত দিক থেকে এটি একটি তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি ব্যবধানের বিজয় হলেও রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিক থেকে এর তাৎপর্য অনেক গভীর। কারণ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের

সভাপতির নির্বাচন সাধারণত আঞ্চলিক সমঝোতা ও ভৌগোলিক রোটেশনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এবারও আগে থেকে নির্ধারিত ছিল যে, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে একজন প্রতিনিধি এই পদে নির্বাচিত হবেন। ফলে প্রতিযোগিতা মূলত ছিল দুটি কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, দুটি নেটওয়ার্ক এবং দুটি প্রচারণা কাঠামোর মধ্যে। আরো বিস্তারিত থাকছে ওয়াহিদ ফারুকীর প্রতিবেদনে :

এই নির্বাচনে খলিলুর রহমানের বিজয়ের পেছনে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক প্রচেষ্টা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বহু মাস ধরে বিভিন্ন দেশের সমর্থন অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারণা চালিয়েছেন। জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র নীতিগত অবস্থানের ভিত্তিতে হয় না। এখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক সমীকরণ, উন্নয়ন সহযোগিতা, শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অবদান এবং দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক যোগাযোগও বড়ো ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা মিশনে অবদান, জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত দেশটির পক্ষে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে। তবে এই বিজয়কে অতিরঞ্জিত করারও সুযোগ নেই। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হলেও এটি কোনো নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন পদ নয়। সভাপতি সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন, বিতর্কের কাঠামো নির্ধারণে ভূমিকা রাখেন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংলাপের পরিবেশ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন আলোচনায় মধ্যস্থতামূলক ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তিনি কোনো দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না, কোনো নিরাপত্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারেন না এবং বড়ো শক্তিগুলোর উপর বাধ্যতামূলক কোনো নীতি আরোপ করতে পারেন না। ফলে অনেক সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধারণা তৈরি হয় যে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হয়ে গেলেই বিশ্ব রাজনীতিতে নির্ণায়ক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে, বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয়। খলিলুর রহমানের উপস্থাপিত ভিশন স্টেটমেন্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি নিজেকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নয় বরং একটি বিভক্ত ও মেরুকৃত বিশ্বের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টিকারী একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। শান্তি, উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, প্রযুক্তিগত বৈষম্য এবং জাতিসংঘ সংস্কার- এই ছয়টি প্রধান স্তম্ভের উপর তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করিয়েছেন। এখানে বাংলাদেশের স্বার্থের উপস্থিতি থাকলেও এটি কোনো জাতীয় নীতি দলিল নয় বরং এটি এমন একটি বহুপাক্ষিক রাজনৈতিক ভাষা, যা বিশ্বের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার লক্ষ্যেই রচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতিসংঘের বর্তমান বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আজকের বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা এবং আঞ্চলিক সংঘাত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে ক্রমশ কঠিন করে তুলছে।

এখানেই খলিলুর রহমানের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি আর বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী তাকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য সমান দূরত্বে অবস্থান করতে হবে। ফলে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে পক্ষ নিতে পারবেন না। এমনকি রোহিঙ্গা সংকটের মতো বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও তার ভূমিকা হবে প্রক্রিয়াগত ও মধ্যস্থতামূলক, সরাসরি জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী নয়। এই বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক প্রশ্ন সামনে আসে। যদি তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে বহাল থেকে এক বছরের জন্য জাতিসংঘে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম কে পরিচালনা করবেন, সেটি একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন একটি মন্ত্রণালয়, যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং নীতিগত সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে কাউকে ছুটি দিতে বা দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। তবে বাস্তব কার্যকারিতার প্রশ্ন থেকেই যায়। অনেক দেশেই এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত বা অন্তবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। যাতে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে কোনো শূন্যতা সৃষ্টি না হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে খলিলুর রহমান কতটা বাস্তব প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। ইতিহাস বলছে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যখন সংঘাত তৈরি হয়েছে, তখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ মহাসচিবও সীমিত প্রভাবের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংকট, সিরিয়া সংঘাত কিংবা বিভিন্ন আঞ্চলিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনেক সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। ফলে সাধারণ পরিষদের সভাপতির ভূমিকা মূলত সংলাপ, আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক ঐকমত্য গঠনের চেষ্টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পদটি গুরুত্বহীন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতীকী শক্তি অনেক সময় বাস্তব প্রভাবেরও জন্ম দেয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে খলিলুর রহমান বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর উদ্বেগ তুলে ধরতে পারবেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বরকে সামনে আনতে পারবেন এবং জলবায়ু, ন্যায়বিচার, উন্নয়ন, অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত বৈষম্যের মতো আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আলোচনা প্রভাবিত করার সুযোগ পাবেন। বিশেষত, এমন সময় যখন উন্নয়নশীল বিশ্ব বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থায় অধিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করছে। তখন একজন বাংলাদেশি কূটনীতিকের এই পদে অধিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের জন্য এই অর্জনের আরেকটি ঐতিহাসিক মাত্রাও রয়েছে। এর আগে, ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রায় ৪ দশক পর আবারও বাংলাদেশ এই মর্যাদাপূর্ণ পদে আসীন হতে যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের কূটনৈতিক ধারাবাহিকতা ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার একটি প্রতীকী স্বীকৃতি হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। সর্বোপরি বলা যায়, খলিলুর রহমানের বিজয় বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য। কিন্তু এটি কোনো যাদুকরি ক্ষমতা অর্জনের ঘটনা নয়। এই পদ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে, বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে দেশের উপস্থিতিকে আরো দৃশ্যমান করবে এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন আলোচনায় বাংলাদেশের নামকে সামনে নিয়ে আসবে। তবে একইসঙ্গে বাস্তবতাও মনে রাখতে হবে যে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে তার ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ, প্রক্রিয়াভিত্তিক এবং ঐকমত্য সৃষ্টিমুখী। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরই বর্তাবে। খলিলুর রহমানের সাফল্য তাই মূলত ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক সাফল্যের চেয়ে বেশি এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কূটনৈতিক অর্জন। যার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে তিনি কতটা দক্ষতার সঙ্গে বিভক্ত বিশ্বের মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং বহুপাক্ষিকতার চর্চাকে এগিয়ে নিতে পারেন, তার ওপর। (রেডিও তেহরান: ০৬.০৬.২০২৬ এলিনা)

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কে ঢাকা প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণে নতুন নতুন অংশীদার খুঁজছে

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা কৌশলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতির পাশাপাশি ঢাকা এখন প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণে নতুন নতুন অংশীদার খুঁজছে। এই প্রেক্ষাপটে তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমশ গভীরতর হচ্ছে। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের তিনদিনের বাংলাদেশ সফরকে দুই দেশের কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। কূটনৈতিক মহল এবং সামরিক বিশ্লেষকদের ধারণা, এই সফরের মধ্যদিয়ে শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাই নয় বরং প্রতিরক্ষা খাতে আরো বিস্তৃত অংশীদারিত্বের ভিত্তি তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ কর্মসূচি এবং তুরস্কের দ্রুত বিকাশমান প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সমন্বয় তৈরি হয়েছে, যা আগামী বছরগুলোতে আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরও বিস্তারিত থাকছে ওয়াহিদ ফারুকের প্রতিবেদনে :

গত এক দশকে তুরস্ক বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও উৎপাদনকারীর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এক সময় পশ্চিমা অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল দেশটি বর্তমানে নিজস্ব প্রযুক্তিতে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, সাঁজোয়া যান, নৌযান, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরি করছে। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ এখন তুরস্ককে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করছে। বাংলাদেশও সেই তালিকায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে তুরস্ক থেকে বেশ কয়েক ধরনের সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হচ্ছে তুর্কি ড্রোন প্রযুক্তি। বিশেষ করে বাইকার নির্মিত ড্রোনগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। যদিও বাংলাদেশের কাছে থাকা ড্রোনের সংখ্যা ও সক্ষমতা নিয়ে সরকারি পর্যায়ের সব তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা যায় যে, বাংলাদেশের নজরদারি ও গোয়েন্দা কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তুর্কি ড্রোন প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে এবং কিছু প্ল্যাটফর্ম ইতোমধ্যে সংগ্রহ করেছে। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোনের কার্যকারিতা ইউক্রেন, লিবিয়া, সিরিয়া এবং নাগার্ন কারাবার্গ সংঘাতে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ, যার দীর্ঘ সমুদ্রসীমা এবং বিস্তৃত সীমান্ত রয়েছে, তাদের জন্য ড্রোন প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ড্রোনের পাশাপাশি বাংলাদেশ তুরস্ক থেকে স্বল্প পাল্লার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা লাইট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সংগ্রহ করেছে বলে প্রতিরক্ষা মহলে আলোচনা রয়েছে। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু আকাশ যুদ্ধবিমান থাকলেই হয় না, ড্রোন ক্রুশ ক্ষেপণাস্ত্র এবং লো ফ্লাইং টার্গেট মোকাবিলার জন্য কার্যকর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও প্রয়োজন হয়। তুরস্কের তৈরি বিভিন্ন এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বাংলাদেশের জন্য এই ধরনের প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের কৌশলগত স্থাপনা, নৌ ঘাঁটি, বিমান ঘাঁটি এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষার ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থা বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে। তুরস্ক থেকে বাংলাদেশ যে সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে বা সংগ্রহের বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সাঁজোয়া যান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক নজরদারি প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা সম্পর্কিত প্রকল্প। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের জন্য তুরস্কের বড়ো আকর্ষণ হচ্ছে তুলনামূলকভাবে কম খরচে আধুনিক প্রযুক্তি পাওয়া। পশ্চিমা দেশগুলোর অনেক অস্ত্র ব্যবস্থার দাম অত্যন্ত বেশি এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শর্ত থাকে। অন্যদিকে তুরস্ক তুলনামূলক নমনীয় শর্তে প্রযুক্তি সরবরাহ করতে আগ্রহী এবং যৌথ উৎপাদন বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়েও আলোচনা করতে প্রস্তুত থাকে।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বর্তমান সময়ে ফোর্সেস গোল-২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। এই কর্মসূচির আওতায় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীতে আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের কাজ চলছে। এই প্রেক্ষাপটে তুরস্ক একটি সম্ভাবনাময় অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশ এমন দেশগুলোর

সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায়, যারা প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে অগ্রসর হলেও কোনো একটি বৈশ্বিক শক্তি ব্লকের সঙ্গে কঠোরভাবে আবদ্ধ নয়। তুরস্ক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আকর্ষণীয় বিকল্প। তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সফরকে ঘিরে সামরিক বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে যে, বাংলাদেশ নতুন কিছু প্রতিরক্ষা চুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। যদিও সরকারিভাবে কোনো নির্দিষ্ট অস্ত্র চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন সূত্রে ধারণা করা হচ্ছে যে, ড্রোন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নৌবাহিনীর জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় এসব ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশ তুরস্ক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো সম্ভাবনা যৌথ উৎপাদন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন করছে। তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে এই শিল্পকে আরো উন্নত পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। বিশেষ করে, ড্রোন, সেন্সর প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং স্মার্ট গোলাবারুদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করতে পারে। তবে বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্ক কেবল সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে তুরস্কের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সহযোগিতার পরিধি বেড়েছে। বাণিজ্য বিনিয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অবকাঠামো উন্নয়নেও তুরস্ক আগ্রহ দেখিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং কৌশলগত অবস্থান তুরস্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত তুরস্ক বাংলাদেশের জন্য একটি মূল্যবান অংশীদার। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্কে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে বহু মেরুকরণের প্রবণতা বাড়ছে এবং অনেক দেশ এখন একক শক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে বহুমুখী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চাইছে। বাংলাদেশও সেই নীতি অনুসরণ করছে। চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর পাশাপাশি তুরস্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ঢাকা তার কৌশলগত বিকল্প বাড়াচ্ছে। তুরস্ক ও দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে এই অঞ্চলে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রায় ১৮ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে আঙ্কারার জন্য ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা একটি স্বাভাবিক কৌশলগত পদক্ষেপ। ভবিষ্যতের দিকে তাকালে বলা যায়, বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি দুই দেশ বাণিজ্য বৃদ্ধি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, জ্বালানি সহযোগিতা, উচ্চ প্রযুক্তি খাত এবং শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচিতে নতুন উদ্যোগ নিতে পারে। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা খাতে যদি প্রযুক্তি স্থানান্তর ও যৌথ উৎপাদনের মতো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তা বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় শিল্প উন্নয়নেও বড়ো ভূমিকা রাখবে। হাকান ফিদানের এই সফর তাই শুধু একটি নিয়মিত কূটনৈতিক সফর নয় বরং এই দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতায় বাংলাদেশ ও তুরস্ক ক্রমশ একে অপরের কাছাকাছি আসছে। ইতোমধ্যে ড্রোন, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামরিক প্রযুক্তি ক্রয়ের মাধ্যমে যে সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হয়েছে, তা আগামী বছরগুলোতে আরো শক্তিশালী হতে পারে। যদি দুই দেশ পারস্পরিক স্বার্থ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে তুরস্ক সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। (রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ, ০৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

লালমনিরহাট, মেহেরপুর ও নওগাঁ সীমান্তে বিএসফের পুশ ইনের চেষ্টা রুখে দিল বিজিবি

বাংলাদেশের তিনটি ভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ৫৬ জনকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' (জোরপূর্বক ঠেলে দেওয়ার) চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং স্থানীয় সীমান্তবাসীর যৌথ ও কঠোর প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত রাতের আঁধারে বিএসএফ তাদের নিজস্ব নাগরিকদের ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। শুক্রবার (৫ জুন) ভোর থেকে শুরু করে শনিবার (৬ জুন) সকাল পর্যন্ত লালমনিরহাট, মেহেরপুর ও নওগাঁর বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে।

লালমনিরহাটে ৩৩ জনকে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা ও দিনভর নাটকীয়তা

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম ও আদিতমারী উপজেলার পাঁচটি সীমান্ত এলাকা দিয়ে ৩৩ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা করে বিএসএফ। এর মধ্যে হাতীবান্ধার বড়খাতা বিওপি এলাকায় ১১ জন, পাটগ্রামের পয়ষট্টিবাড়ী বিওপি এলাকায় ১০ জন এবং আদিতমারীর দীঘলটারী সীমান্তে ১২ জন ছিলেন। বিজিবি ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে দ্রুত সীমান্তে প্রতিরোধ গড়ে তুললে বিএসএফের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনুপ্রবেশে ব্যর্থ

হয়ে বিএসএফ দিনভর ওই ৩৩ জনকে শূন্যরেখায় কড়া রোদে আটকে রাখে। কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকে ওই ব্যক্তিরা নিজেদের ভারতীয় বলে স্বীকার করলেও বিএসএফ উল্টো বিজিবির ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করে। অবশেষে বিজিবির কঠোর বার্তার মুখে শুক্রবার গভীর রাতে সীমান্তের বাতি নিভিয়ে তাদের ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বিএসএফ। ১৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, যে-কোনো অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি রাখা হয়েছে।

নওগাঁয় ১৭ জনকে নিয়ে ১৯ ঘণ্টার টানটান উত্তেজনা

এদিকে নওগাঁর সাপাহার উপজেলার হাঁপানিয়া সীমান্তের ২৩৮/এমপি পিলার এলাকা দিয়ে শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে ৬ জন পুরুষ, ৬ জন নারী ও ৫টি শিশুসহ মোট ১৭ জনকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিএসএফ। বিএসএফ তাদের বাংলাদেশি দাবি করলেও পতাকা বৈঠকে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। নওগাঁ ব্যাটালিয়ান (১৬ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুম জানান, শুরুতে মানবিক কারণে তাদের শূন্যলাইনে থাকতে দেওয়া হলেও সন্ধ্যার পর নো-ম্যান্স ল্যান্ডে পাঠানো হয়। দীর্ঘ ১৯ ঘণ্টা চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সীমান্তের লাইট বন্ধ করে দিয়ে ওই ১৭ জনকে ভারতের ভেতরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় বিএসএফ সদস্যরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিএসএফের জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তিরা অনেক কান্নাকাটি করছিলেন।

মেহেরপুরে এখনও সীমান্তে অবস্থান

শনিবার (৬ জুন) ভোরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া আন্তর্জাতিক পিলারের (১৪০/৫ এস) কাছে দুই পুরুষ, দুই নারী, একজন বৃদ্ধ ও একটি শিশুসহ ছয়জনকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইন' করার চেষ্টা করে বিএসএফ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়ার একাংশ খুলে ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে বিজিবি ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে তারা বাংলাদেশে ঢুকতে পারেনি। তেঁতুলবাড়ীয়া বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার হাবিবুর রহমান জানান, বিজিবি হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে 'পুশ-ইন' প্রতিরোধ করছে এবং ওই ব্যক্তিদের ফিরিয়ে নিতে বিএসএফকে আহ্বান জানাচ্ছে। এই বিষয়ে বিএসএফকে চিঠি দেওয়া হলেও সর্বশেষ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তারা কোনো সাড়া দেয়নি এবং ওই ছয়জন এখনো সীমান্তরেখায় অবস্থান করছেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে তিন সীমান্তেই বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং টহল জোরদার করা হয়েছে বলে বিজিবি সূত্র নিশ্চিত করেছে। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৬.০৬.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

জব্দ করা সম্পদের সাথে যুক্ত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি চুক্তি

ইরানের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, ইরানি সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখনও মতবিরোধ বিরাজমান রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তা, এই অচলাবস্থার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দায়ী করে জব্দকৃত ইরানি সম্পদ অবমুক্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। গতকাল শুক্রবার তেহরানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সামরিক উপদেষ্টা মোহসেন রেজাই সিএনএন-কে জানান যে, ২৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ অবমুক্তকরণের উপর শান্তি পরিকল্পনার অগ্রগতি পুরোপুরি নির্ভর করছে। তিনি এটিকে, একটি 'আস্থার পরীক্ষা' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন যে, এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ট্রাম্পের উপর রয়েছে। গতকাল শুক্রবার ট্রাম্প জানান যে, ইরানের সঙ্গে পরিস্থিতি "বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।" মার্কিন সংবাদ সংস্থা অ্যাক্সিওসের ভাষ্যানুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসন একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক চুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতে বলা হয় যে, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার টেনেসি অঙ্গরাজ্যের একটি গবেষণাগার পরিদর্শন করেছেন। এতে আরও বলা হয়, তারা পারমাণবিক বর্জ্য অপসারণের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আলোচনা করতে ইউরেনিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলোচনা সফল হলে তারা ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম অপসারণের পরিকল্পনা তৈরি করবেন। অ্যাক্সিওসের ভাষ্যমতে, এই বৈঠকের অর্থ এই নয় যে দুই পক্ষ কোনো চুক্তিতে পৌঁছাচ্ছে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, কী পরিমাণ জব্দকৃত সম্পদ অবমুক্ত করা হবে, তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে, একজন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে তারা জানিয়েছে, আলোচনা যে একটি "অত্যন্ত গুরুতর পর্যায়ে" রয়েছে, এটি তারই একটি ইঙ্গিত।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

তুরস্ক-বাংলাদেশ সম্পর্ক; প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত

প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারে তুরস্কের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। শনিবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে প্রতি বছর দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক

আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা খাতে সম্পর্ক উন্নয়নে দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৬.২০২৬ রনি)

হামের উপসর্গ নিয়ে আরও তিন শিশুর মৃত্যু

হামের উপসর্গ নিয়ে দেশে আরো তিন শিশু মারা গেছে। এর মধ্যে ঢাকায় দুইজন ও সিলেটে একজন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা) হামের উপসর্গে দেশে আরও তিন শিশু মারা গেছে। এ সময়ে এক হাজার ৩২ জন হাম ও এর উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে। গত ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গে মোট ৫২২ শিশু এবং হাম শনাক্তের পর ৯১ শিশুসহ মোট ৬১৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৬.২০২৬ রনি)

যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনায় হামলার দাবি ইরানের

গাল্ফ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্টের কয়েকটি স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরান। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আইআরআইবি এই তথ্য জানিয়েছে। ইসলামিক রেভুল্যশনারি গার্ডের বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, শিশু হত্যা ও সিরিক এবং কেসম দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী সেনাবাহিনীর আগ্রাসনের জবাবে এই অঞ্চলে শত্রুদের স্থাপনায় মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে। এদিকে, গাল্ফ রাষ্ট্র কুয়েত জানিয়েছে ড্রোন এবং মিসাইল ঠেকাতে দেশটির এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় হয়েছে। আর বাহরাইন জানায়, দেশটির এয়ার রেইড সাইরেন সক্রিয় করা হয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ সফররত তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। শনিবার (৬ জুন) সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি-১ জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও তুরস্কের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

মাটি ও পরিবেশ উপযোগী বৃক্ষরোপণে গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রীর

মাটির গুণগত মান বজায় রেখে ও স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (৬ জুন) সকালে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত এক সভায় তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কমন্ত্রী আব্দুল আউয়াল মিন্টুসহ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, দেশের সব অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য এক নয়। যে এলাকায় যে ধরনের মাটি ও পরিবেশ রয়েছে, সে অনুযায়ী গাছ নির্বাচন করে লাগাতে হবে। এতে গাছের বেঁচে থাকার হার বাড়বে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দিন দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঋতুচক্রেও দেখা যাচ্ছে পরিবর্তন। আগে জুন মাস এলেই নিয়মিত বৃষ্টিপাত হতো, কিন্তু এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। প্রকৃতির এই বিরূপ আচরণের পেছনে বনাঞ্চল ও গাছপালা কমে যাওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

ভুয়া খবর মোকাবিলায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া চাইলেন তথ্যমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ভুয়া খবর, মিস-ইনফরমেশন, ডিস-ইনফরমেশন ও ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল ঝুঁকি মোকাবিলায় এখন শুধু সমস্যা বিশ্লেষণ নয় বরং বাস্তবসম্মত সমাধান ও একটি কার্যকর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একটি সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের (ই সেফটি প্ল্যান) খসড়া সরকারের কাছে উপস্থাপনের আহ্বান জানান। শনিবার (৬ জুন) রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতীয়তাবাদী আইসিটি ফোরাম আয়োজিত 'বাংলাদেশে ভুয়া খবর মোকাবিলায় নীতি, প্রযুক্তি ও জবাবদিহিতা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, ভুয়া খবর ও অপতথ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের আগে নীতি-নির্ধারকদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি জরুরি। তিনি বলেন, সঠিক নীতি-নির্ধারণ, শক্তিশালী নীতিগত কাঠামো এবং প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তবায়ন কাঠামো তৈরি করা গেলে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিস্তার সভ্যতা, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে উল্লেখ করে তিনি এর ইতিবাচক ব্যবহারের পাশাপাশি সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোও বিবেচনায় নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বে শুধু সীমান্ত নিরাপত্তা নয়, ডিজিটাল অবকাঠামো ও ডেটা নিরাপত্তাও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। তিনি ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর সুরক্ষা কাঠামো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সরকার নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জ্ঞানভিত্তিক ও মেধানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া বর্তমান বিশ্বের জটিল

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব নয়। জাতীয়তাবাদী আইসিটি ফোরামের সদস্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্যা নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে। এখন সময় সমাধানের। একটি সুস্পষ্ট, বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী জাতীয় কর্মপরিকল্পনার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা একটি নিরাপদ, প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বৈঠকে এইবি'র আহ্বায়ক প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম তুহিন ও বিএনপির তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামানসহ তথ্যপ্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, গণমাধ্যম ও নীতিনির্ধারণ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

সীমান্তে 'পুশ-ইনের' আরও ৮ অপচেষ্টা প্রতিহত বিজিবির

দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) অবৈধভাবে 'পুশ-ইনের' আরও আটটি অপচেষ্টা সফলভাবে প্রতিহত করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শনিবার (৬ জুন) সকালে বিজিবি সদর দপ্তর থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, এ বাহিনী দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা, পেশাদারিত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঝিনাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ যাদবপুর সীমান্তে তিন ব্যক্তি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলে বিজিবি টহলদল শূন্য লাইনে অবস্থান নিয়ে তাদের বাধা দেয়। বিজিবির দৃঢ় অবস্থানের মুখে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে ফিরে যান। নওগাঁ ব্যাটালিয়নের (১৬ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ করমুডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় ভারত ১৭ জনকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইন' করার চেষ্টা করে। বিজিবি টহলদল তাৎক্ষণিকভাবে তাদের প্রতিহত করে। তিস্তা ব্যাটালিয়নের (৬১ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ বড়খাতা ও পঁয়ষট্টিবাড়ী সীমান্ত এলাকায় ভারত থেকে ২১ জনকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা করা হয়। বিজিবির তাৎক্ষণিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ফলে তাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তারা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেননি। লালমনিরহাট ব্যাটালিয়নের (১৫ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ দিঘলটারী সীমান্ত এলাকায় সাত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' অপচেষ্টা চালানো হলে বিজিবি দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং তাদের বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দেয়। একই ব্যাটালিয়নের দুর্গাপুর সীমান্ত এলাকায় আরও চারজনকে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা করা হলে বিজিবি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়। বর্তমানে উক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় ভূখণ্ডের কাঁটাতারবিহীন চর এলাকায় অবস্থান করছেন এবং বিজিবি সেখানে নিবিড় নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

মনে হয় ঢাকা শহরে থাকবো না, এটা আর বাসযোগ্য মনে হয় না : মির্জা ফখরুল

ঢাকা শহরকে আর বাসযোগ্য মনে হয় না বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, "আজকাল আমার নিজেরই মনে হয় যে, আমি ঢাকা শহরে থাকবো না, দেশের অন্য শহরে গিয়ে থাকবো। কারণটা হচ্ছে, এটা আর বাসযোগ্য মনে হয় না।" শনিবার (৬ জুন) রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম 'দক্ষিণের জানালার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, "আপনি ঘর থেকে বের হলেই যে অক্সিজেন গ্রহণ করেন, সেটাও দূষিত। আপনি যদি একটি সরকারি হাসপাতালে যান, সেখানে ঢোকাই যায় না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। সেই অবস্থা থেকে যদি আমরা বের হতে না পারি, প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামনে এগিয়ে আনতে না পারি, তাহলে এতক্ষণ যে স্বপ্নের কথা বলা হলো, সেগুলো স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ আমরা কি সত্যিই সেই মুক্ত বাতাস নিতে পারব?" তিনি বলেন, আরও বেশিদিন যেন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, সে জন্য দূষণমুক্ত অক্সিজেন নিশ্চিত করা এবং বাসযোগ্য শহর ও নগর গড়ে তোলার আন্দোলন প্রয়োজন। এ ধরনের উদ্যোগ নগরবাসীকে আলোড়িত করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বৃদ্ধি বাজারে খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি বাজারে খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। শনিবার (৬ জুন) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা এ আশা প্রকাশ করেন। এ সময় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন উপস্থিত ছিলেন। বাজেটের পর এমনিতেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। কিছুদিন পর বাজেট ঘোষণা। এই সময়ে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো কতটা যৌক্তিক- জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, "এটা (দাম বাড়ানো) কোনো না কোনো একটা জায়গায় করতে হবে। আপনি যে কথাটা বলেছেন, বাজেট আসলেই বা বাজেট হয়ে গেলেই মূল্য বেড়ে যায়। আপনারা অনেকেই বাজারে যান নিশ্চয়ই, আমিও বাজারে যাই। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বিশেষ করে কাঁচাবাজার, সবজির মূল্য আমি দেখছি বেশ নিয়ন্ত্রণে আছে, অনেক সময়ের তুলনায়। আমি এ কথাটা বলতে চাই যে, প্রবণতা আছে। এই প্রবণতার বদলও শুরু হয়েছে। এখন ভর্তুকি সংকটটা আপনি খুব ভালোভাবে নিশ্চয়ই জানেন। আমরা ভর্তুকিতে এত বেশি খরচ করে ফেলি, সরকারের কিন্তু আরও অনেক উন্নয়ন প্রকল্প আছে এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রকল্প আছে। আমরা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড়ো ব্যয় করতে চাই, শিক্ষায় চাই এবং সামাজিক নিরাপত্তাতে-

আপনারা কৃষক কার্ডের কথা জানেন, ফ্যামিলি কার্ডের কথা জানেন। তাই এগুলোর ব্যয় সংস্থান তো আসলে আমাদের করতে হবে," যোগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, "যদি কিছু মূল্য বাড়েও, এটা উচিত হবে না, সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কিন্তু একইসঙ্গে আমি এই কথাটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যদি কারও ওপরে চাপ পড়ে, ওই ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীটিকে কিন্তু আমরা রক্ষা করছি। বিদ্যুতের দাম তাদের জন্য বাড়াইনি, জ্বালানির দাম বাড়াইনি এবং তারা আবার সরকারের কাছ থেকে অনেকেই ভাতা পেতে শুরু করবেন।" জাহেদ উর রহমান বলেন, "এই বাজেটে একটা বড়ো শতাংশের মানুষ ফ্যামিলি কার্ড পেয়ে যাবেন। একইসঙ্গে অন্য যে-সব নিরাপত্তা আছে, টিসিবির প্রকল্প বা অন্যান্য নিরাপত্তা জাল, সেগুলো বলবৎ থাকছে। সুতরাং এটা (বিদ্যুৎ ও তেলের দাম বৃদ্ধি) আশা করি খুব বড়ো প্রভাব ফেলবে না। এর মানে এই না যে, বাজারে যে অন্যায়ভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়, সেটা নিয়ে সরকার কাজ করবে না। সরকার নিশ্চয়ই কাজ করবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রি মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭ সাংবাদিক

দেশের কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পখাতের ওপর বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রি মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ পেয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৭ সাংবাদিক। শনিবার (৬ জুন) রাজধানীর গুলশানে এমসিসিআই কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন ও অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। প্রিন্ট বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছেন দ্য ডেইলি স্টারের সুকান্ত হালদার, দ্য ডেইলি সানের রফিকুল ইসলাম ও এম মুনির হোসেন। টেলিভিশন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন চ্যানেল ২৪-এর দেলোয়ার হোসেন দোলন ও একাত্তর টিভির রাকিব হোসেন। অনলাইন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজ ২৪-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক নাজমুল হুসাইন ও একুশে পত্রিকা ডটকমের শরিফুল রুকন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

আল মুসলিমের ৩ পোশাক কারখানার ১৮৬৮ শ্রমিক ছাঁটাই

তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আল মুসলিম গ্রুপের সাভারের তিন কারখানা থেকে এক হাজার ৮৬৮ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। এর মধ্যে উলাইল এলাকায় একেএম নিটওয়্যার লিমিটেড থেকে এক হাজার ২৮৬, রেডিও কলোনির প্যাসিফিক ব্লু জিন্স ওয়ার থেকে ৫২৯ এবং আশুলিয়ার আল-মুসলিম অ্যাপারেলস থেকে ৫৩ কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। আল-মুসলিম গ্রুপের উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আবু রায়হান বলেন, ব্যবসায়িক মন্দা ও ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় শ্রম আইনের ২০ ধারায় তিন কারখানা থেকে এক হাজার ৮৬৮ কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। নিয়ম অনুসারে তাদের যাবতীয় পাওনা ও বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে। শনিবার (৬ জুন) সকালে রেডিও কলোনি ও উলাইল এলাকার দুটি কারখানার সামনে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের অনেককে কারখানার সামনে অবস্থান করতে দেখা যায়। অনেককে কারখানার ফটকের পাশের দেয়ালে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের তালিকায় নিজের নামটি খুঁজতে দেখা যায়। তবে কারখানার সামনে জড়ো হওয়া শ্রমিকেরা জানান, ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রম আইন যথাযথভাবে মানা হয়নি। ছাঁটাইয়ের কারণ হিসেবে কারখানা কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়িক মন্দা ও ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় দাবি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা। উলাইল এলাকার কারখানার সুইং সেকশনের শ্রমিক সাব্বির হোসেন বলেন, 'ঈদের ছুটির আগে ২০ দিনের বেতন দেয়। কোনো নোটিশ না দিয়া ছাঁটাই করা হইছে। আজকে শুনি আমার চাকরি নেই। ওভার টাইম করতে হয়, আর তারা বলে কাজ নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

উত্তরায় গ্যাস লাইন লিকেজ থেকে আগুনে দগ্ধ ৩, দু-জন আশঙ্কাজনক

রাজধানীর উত্তরার উত্তরখানের এক বাসায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুন লেগে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন- হাসনা হেনা (৪০), আঁখি (৩০) ও আলী হোসেন (৫০)। শনিবার (৬ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, উত্তরখান এলাকা থেকে আগুনে দগ্ধ হয়ে তিনজন এখানে এসেছেন। তাদের মধ্যে আলী হোসেনের ১০০ শতাংশ দগ্ধ, হাসনা হেনার ৬০ শতাংশ ও আখির ১৫ শতাংশ দগ্ধ। তাদের তিনজনকেই ভর্তি করা হয়েছে, দু-জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

২ বছর পরও প্রীতি উড়ান মৃত্যুর বিচার শুরু হয়নি, যা আছে অভিযোগপত্রে

গৃহকর্মী প্রীতি উড়ানের 'অবহেলাজনিত মৃত্যু'র ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ঘটনার দুই বছর পার হলেও এখনো বিচার কার্যক্রম শুরু হয়নি। তবে তদন্ত শেষে মামলার অভিযোগপত্র আদালতে জমা দিয়েছে পুলিশ, যেখানে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবহেলার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গত ৩১ মার্চ মামলার অভিযোগপত্র সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করা হয়। পরে ১২ মে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ আলম অভিযোগপত্র গ্রহণ করে মামলাটি উপযুক্ত আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। বিষয়টি শনিবার (৬ জুন) নিশ্চিত করেন প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক মিজানুর রহমান। মামলাটি তদন্ত করে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও জোনের গোয়েন্দা বিভাগের এসআই এস এম মাহমুদ রেজা আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। এতে দ্য ডেইলি স্টারের সাবেক নির্বাহী

সম্পাদক সৈয়দ আশফাকুল হক এবং তার স্ত্রী তানিয়া খন্দকারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গৃহকর্মী প্রীতি উড়ান (১৫) প্রায় দুই বছর ধরে মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের একটি বহুতল ভবনের অষ্টম তলার ফ্ল্যাটে কাজ করতেন। ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে ওই ফ্ল্যাটের ড্রয়িং স্পেসে জানালার নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় তিনি নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং পরে মারা যান। তদন্ত প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, এর আগে একই বাসায় আরেক গৃহকর্মী জানালা দিয়ে পড়ে আহত হয়েছিলেন। এরপরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়নি বলে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষ্যগ্রহণ, ডিএনএ ও ভিসেরা রিপোর্ট, ময়নাতদন্তসহ বিভিন্ন প্রমাণ বিশ্লেষণ করে অরক্ষিত জানালাকেই মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক উল্লেখ করেন, উচ্চ থেকে পড়ে গুরুতর আঘাতজনিত শকেই প্রীতি উড়ানের মৃত্যু হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

‘পুশ-ইনের’ আড়ালে মানবপাচারের চেষ্টা, সীমান্তে সতর্ক বিজিবি-জনতা

একদিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) কথিত ‘পুশ-ইনের’ চেষ্টা, অন্যদিকে সীমান্তকেন্দ্রিক মানবপাচার চক্রের সক্রিয়তা। এই দুই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর সীমান্তে দিনরাত কাজ করছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং স্থানীয় সীমান্তবাসী। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত এলাকায় মানবপাচার চক্র অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছে। জনপ্রতি ৩০ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে এসব চক্র বাংলাদেশে প্রবেশের প্রস্তাব দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিজিবির কঠোর নজরদারি সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন কৌশলে সীমান্ত ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর সীমান্তে প্রতিদিনই একাধিকবার ‘পুশ-ইনের’ চেষ্টা হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে বিজিবি ও স্থানীয় জনগণের সতর্ক অবস্থানের কারণে এসব চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। সর্বশেষ শনিবার (৬ জুন) ভোরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্ত দিয়ে ছয়জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করা হলে বিজিবি ও স্থানীয় গ্রামবাসীর তৎপরতায় তা প্রতিহত হয়। পরে ওই ছয় ব্যক্তি ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গু প্রতিরোধে নামছে মোবাইল টিম, এডিসের লার্ভা পেলেই জরিমানা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে সারা দেশে মোবাইল টিম কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল। তিনি জানান, কোনো বাসা-বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা ও জরিমানা করা হবে। শনিবার (৬ জুন) সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি লেকের রবীন্দ্র সরোবরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে তিন মাসের বিশেষ অভিযান ও জনসচেতনতামূলক র‍্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট চেয়েছি। আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে সারা দেশে মোবাইল টিম মাঠে নামবে। তবে আমরা শুরুতেই আইনানুগ কঠোরতায় যেতে চাই না, আমরা চাই, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিজে থেকে সচেতন হোক। ঢাকার ডেঙ্গু পরিস্থিতির উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, এরই মধ্যে ঢাকার ২৮টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর লার্ভা পাওয়া গেছে। এই লার্ভা থেকে যখন মশা বড়ো হবে, তখন তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। হাত দিয়ে চাপড়ে তো আর সব মশা মারা সম্ভব নয়! তাই উৎসস্থলেই মশা ধ্বংস করতে হবে। এ সময় সিটি করপোরেশনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, আজকের পর থেকেই পুরো শহরজুড়ে ডেঙ্গু সচেতনতায় মাইকিং করতে হবে। দুই-তিন দিন পর পর মোবাইল টিম নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এবং বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাতে হবে। যার বাড়িতে লার্ভা পাওয়া যাবে, তাকেই জরিমানা করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

মহাখালীতে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেলো বাস, হেলপার নিহত

রাজধানীর মহাখালীর আমতলী এলাকায় ভাটি বাংলা পরিবহণের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের (আইল্যান্ড) সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে ওই বাসের চালকের সহকারী (হেলপার) মোহাম্মদ রফিক (৩৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই বাসের দুই যাত্রী আহত হন। শনিবার (৬ জুন) সকাল ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে সকাল পৌনে ৮টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি দুইজন এখন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত রফিক ময়মনসিংহ সদরের নুর আলমের ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোহাম্মদ ফিরোজ (৪০) ও মোহাম্মদ রনি (২৫)। হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা ফায়ার সার্ভিস কর্মী মোস্তফা কামাল বলেন, সকাল ৬টার দিকে মহাখালীর আমতলী এলাকায় যাত্রীবাহী একটি বাস সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে ওই বাসের চালকের সহকারীসহ তিনজন গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ওই বাসের চালকের সহকারী মোহাম্মদ রফিকের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

ইউরোপে পাঠানোর নামে অর্থ আত্মসাৎ, চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার

ইতালি, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চ বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মানবপাচার ও প্রতারণা চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৪। গ্রেফতাররা হলেন- মো. এজাজুল হক ওরফে রতন (৬৩), মোছা. নার্গিস বেগম (৪০) ও মো. বাদল (৫৫)। রাজধানীর মিরপুর ও সাভারের আশুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শনিবার (৬ জুন) মিরপুরে র্যাব-৪ সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার কে এন রায় নিয়তি। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গাজীপুরের বাসিন্দা ইমরান হোসেন সম্প্রতি প্রতারণার শিকার হয়ে র‍্যাবের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, অভিযুক্তরা তাকে ইতালিতে পাঠানোর কথা বলে ২২ লাখ টাকার চুক্তি করেন। পরে বিভিন্ন সময়ে ইতালি, জার্মানি ও কানাডায় পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে তার কাছ থেকে মোট প্রায় ১৯ লাখ টাকা আদায় করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন নিয়ে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (৬ জুন) সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি-১ জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান। বৈঠকে তারেক রহমান সভাপতিত্ব করেন। এসময় ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কর্ম পর্যায়ভিত্তিক জলবায়ু বার্তা ও বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

জাতিসংঘের মরণোত্তর পদকে ভূষিত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী

ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ মরণোত্তর ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদকে ভূষিত করা হয়েছে। শুক্রবার (৫ জুন) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের এ সম্মাননা দেওয়া হয়। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এই ছয় শান্তিরক্ষী সুদানের কাদুগলিতে জাতিসংঘের আবেই অঞ্চলের অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তা বাহিনীতে (ইউএনএসএফএ) কর্মরত ছিলেন। তারা ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের পতাকাতলে দায়িত্ব পালনকালে এক ড্রোন হামলায় নিহত হন। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস নিহত শান্তিরক্ষীদের পক্ষ থেকে পদকগুলো জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহস, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

দেশে ফিরেছেন ৩২ হাজার ৮৩২ হাজি, সৌদিতে মারা গেছেন ৪৮ জন

পবিত্র হজ পালন শেষে সৌদি আরব থেকে ৭৮টি ফিরতি ফ্লাইটে মোট ৩২ হাজার ৮৩২ জন হাজি বাংলাদেশে ফিরেছেন। শুক্রবার (৫ জুন) দিনগত রাত ৩টা পর্যন্ত এসব হাজি দেশে ফেরেন। এছাড়া হজ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ৪৮ জন বাংলাদেশি হজযাত্রী ও হাজি সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ করেছেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ পোর্টালে আইটি হেল্প ডেস্কের প্রতিদিনের বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গত ২৬ মে সৌদি আরবে হজ অনুষ্ঠিত হয়। বুলেটিন অনুযায়ী, দেশে ফেরা ৩২ হাজার ৮৩২ জন হাজির মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩ হাজার ৩২৮ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২৯ হাজার ৫০৪ জন রয়েছেন। এসব হাজিকে দেশে ফেরাতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ২৮টি, সৌদি এয়ারলাইন্স ৩১টি এবং ফ্লাইনাস ১৯টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে মিছিল করলো নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, আসামি হলেন দুই কাতার প্রবাসী

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে অবস্থান করেও চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় দুই প্রবাসীকে আসামি করার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে মোহাম্মদ অভি প্রায় তিন বছর এবং আব্দুল্লাহ ইব্রাহীম আবির প্রায় ৬ মাস কাতারের দোহায় রয়েছেন। গত ৪ জুন চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় মো. আরিফ নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে মামলাটি (মামলা নং-৯) দায়ের করেন। ওই মামলায় ৬৯ জনকে এজাহারনামীয় আসামি করা হয়েছে। পাশাপাশি অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৩০ থেকে ৪০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তানভীর তালুকদার পারভেজ আনছারীর নেতৃত্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেন। তারা গত ৩ জুন ভোরে হাটহাজারীর শিকারপুর ইউনিয়নের অনন্যা আবাসিক এলাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনের রাস্তায় লাঠিসোঁটা নিয়ে ঝটিকা মিছিল করেন। এজাহার অনুযায়ী, মিছিল থেকে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’, ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’সহ বিভিন্ন সরকারবিরোধী ও উসকানিমূলক স্লোগান দেওয়া হয়। পাশাপাশি সন্ত্রাস, পুলিশি হয়রানি এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দিয়ে জনমনে আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

বিপিসির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামেই রাখার দাবি জামায়াতের

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামেই রাখার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শনিবার (৬ জুন) সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। এতে তিনি বিপিসির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের উদ্যোগের প্রতিবাদ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে নজরুল ইসলাম বলেন, বিপিসির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের প্রস্তাব অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। প্রধান কার্যালয় ঢাকায় সরিয়ে নেওয়ার সংবাদে চট্টগ্রামের জনমনে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়া খুবই যৌক্তিক। এরই মধ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের তীব্র প্রতিবাদ ও উদ্বেগ প্রকাশকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

মামলা পরিচালনার সুবিধায় সুপ্রিম কোর্টের নানা শাখা শনিবার খোলা

মামলা ফাইলিংয়ের সুবিধার্থে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন শাখা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের একটি শাখা আজ শনিবার (৬ জুন) খোলা রয়েছে। এ বিষয়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন ও অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়। সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের স্ট্যাম্প রিপোর্টার, ফাইলিং ও হলফনামা শাখা শনিবার অফিস সময়ে খোলা রাখা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আইনজীবীদের মামলার নোটিশ কপি দেওয়ার সুবিধার্থে নোটিশ কপি গ্রহণ শাখা আজ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে আরও ৩ জনের মৃত্যু

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও তিন শিশু মারা গেছে। তবে এ সময়ে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়নি। এতে চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১৩ জনে। শনিবার (৬ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম রোগে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে হামের উপসর্গ নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯১ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে প্রাণহানির সংখ্যা ৫২২ জন। সব মিলিয়ে নিশ্চিত হাম ও সন্দেহভাজন হাম মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১৩ জনে। এছাড়া, ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ৯ হাজার ৬২০ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭ হাজার ৭৯১। একই সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৬৩ হাজার ১৩৪ জন এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়েছে ৫৮ হাজার ৯৬৪ জন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

পাহাড়ে পাওয়া মরদেহ ওমানফেরত যুবকের, জবাই করে হত্যা

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে উপজেলার জ্যৈষ্ঠপুরা পাহাড় থেকে উদ্ধার মরদেহের পরিচয় মিলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ওমর ফারুক (২৫) চট্টগ্রামের দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার সরফভাটা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের জঙ্গল সরফভাটা গ্রামের মাতব্বর বাড়ির মো. ওসমানের ছেলে। নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ওমর ফারুক ওমানে ছিলেন। চার বছর আগে দেশে ফিরেছেন। ওমর ফারুকের ভাই মো. রাকিব বলেন, গত ২ জুন দিবাগত রাত ১টার দিকে তিনি নিখোঁজ হন। এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শনিবার (৬ জুন) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের জ্যৈষ্ঠপুরা পাহাড়ের অরিহুরার চরের একটি লিচু বাগানে মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। পরে দুপুরে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, হাত দুটো পিঠমোড়া এবং পা দুটো বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল ওমর ফারুকের মরদেহ। তাকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অগ্রাধিকার, ২৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল দাবি

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমদানিনির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবাদী, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা বলছেন, সৌর ও বায়ুশক্তির বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ কর, নীতিগত বৈষম্য ও অর্থায়নের অভাবে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে। শনিবার (৬ জুন) রাজধানীর বাংলামোটরে গ্রিন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত 'জ্বালানি নিরাপত্তায় নবায়নযোগ্য উৎস : চাই বাজেটের নীতিগত পরিবর্তন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

লাইসেন্স বাতিলের নোটিশকে 'বেআইনি' দাবি, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস আদ-দ্বীনের

ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া লাইসেন্স বাতিলের নোটিশকে বেআইনি বলে দাবি করেছে আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই নোটিশের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা। একইসঙ্গে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আজীবন ভুক্তভোগী পরিবারের পাশে থাকাসহ সম্মানজনক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হাসপাতালটি। শনিবার (৬ জুন) দুপুরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিনিয়র অ্যাডভোকেট শিশির মনির এসব কথা জানান। আইনজীবী শিশির মনির বলেন, লাইসেন্স বাতিল করার জন্য সরকার যে নোটিশ পাঠিয়েছে, তা সম্পূর্ণ বেআইনি। আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এমন নোটিশের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেব। তিনি বলেন, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দায়ীদের চিহ্নিত করার কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। পেশাগত অবহেলার কারণে প্রাথমিকভাবে দু-জন নার্সকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। এই আইনজীবী আরও বলেন, ভিকটিম পরিবার ও আদ-দ্বীন হাসপাতাল যৌথভাবে মনে করে, এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য প্রতিষ্ঠানটি যেন ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ না হয়। তবে যারা এর পেছনে প্রকৃত দায়ী, পরিবার তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও এতে একমত। সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে হাসপাতালের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিশেষ ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি ভুক্তভোগী পরিবারের পাশে আজীবন থাকার অঙ্গীকার করেছে। একইসঙ্গে পরিবারের কোনো সদস্য উপযুক্ত বা যোগ্য হলে তাকে হাসপাতালে চাকরি দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে একটি সম্মানজনক আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

মুক্তিযোদ্ধাদের বেদখল সম্পত্তি উদ্ধারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

বেদখল হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পত্তি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। শনিবার (৬ জুন) রাজধানীর মগবাজারে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অডিটোরিয়ামে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আয়োজিত শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। মন্ত্রী জানান, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মিলনায়তন সংস্কার এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ২০ তলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অতীতে বেদখল হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পত্তি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক অবিস্মরণীয় রূপকার। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ একজন সাহসী সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে জাতিকে দিক-নির্দেশনা দেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের মর্যাদা ও উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন : আসিফ মাহমুদ

পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কার্যকর উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার (৬ জুন) দলটির সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ বিতরণ ও সচেতনতামূলক আলোচনা-সেমিনার কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেন, রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের খুব বড়ো পরিসরে কাজ করার সুযোগ সীমিত। তবে মানুষ আমাদের কথা শোনে এবং অনুসরণ করে। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই এনসিপি ঢাকা মহানগর উত্তর এ সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া সারা দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের বনভূমির পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে, যা উদ্বেগজনক। বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১০ শতাংশে নেমে এসেছে, অথচ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এটি অন্তত ২৫ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত এর বাস্তবায়নে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-ছাত্রলীগের ১৩ নেতা-কর্মী গ্রেফতার

চট্টগ্রামে মিছিলের ঘটনায় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৩ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসময় ঘটনাস্থল থেকে দুটি যাত্রীবাহী বাস, ১০টি লাঠি, ১৩টি ইটের টুকরা এবং সাদা কাপড়ের কয়েকটি টুকরা জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (৬ জুন) চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে সিএমপির ডবলমুরিং থানা সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (৫ জুন) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বন্দর থানার বারেক বিল্ডিং এলাকায় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের দক্ষিণ পাশে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা

জড়ো হয়ে মিছিল বের করেন। মিছিলে অংশ নেওয়া কয়েকজনের মাথায় সাদা কাপড় বাঁধা ছিল। খবর পেয়ে ডবলমুরিং থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে মিছিলে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা বিভিন্ন অলিগলি দিয়ে সরে যান। পরে ঘটনাস্থল থেকে মিছিলে ব্যবহৃত দুটি যাত্রীবাহী বাসসহ বিভিন্ন আলামত জব্দ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

এনসিপি নেতাদের জুলাই বিপ্লবের ভূমিকার প্রশংসা তুরস্কের

এনসিপির আহ্বায়ক ও বিরোধী দলের চিফ হুইপ মো. নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শুক্রবার ঢাকার একটি হোটেলে এই বৈঠক হয়। শনিবার (৬ জুন) বিকেলে এনসিপির মিডিয়া সেল থেকে এই বৈঠকের বিষয়ে জানানো হয়েছে। বৈঠকে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান জুলাই বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য এনসিপি নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানান। ওই বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। জবাবে এনসিপি প্রতিনিধিদল রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তুরস্কের অব্যাহত কূটনৈতিক সমর্থন ও সম্পৃক্ততার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দুই পক্ষের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ও কৌশলগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণ, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয় গুরুত্ব পায়। এছাড়া বাংলাদেশ ও তুরস্কের তরুণদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শক্তিশালী বিনিময় কর্মসূচি (এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম) গড়ে তোলার ওপরও এনসিপি নেতারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

সরকারদলীয় এমপিদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের (এমপি) সংসদীয় সভা শুরু হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (৬ জুন) বিকেল ৩টায় জাতীয় সংসদ ভবনে এ সভা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি-১ জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান। সংসদীয় এ সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সভায় সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন। এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

দুর্গম সীমান্তে হঠাৎ অসুস্থ বিজিবি সদস্য, হেলিকপ্টারে আনা হলো সিএমএইচে

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম চিম্বুলুই সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া বিজিবি সদস্যকে তাৎক্ষণিকভাবে হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) আনা হয়েছে। শনিবার (৬ জুন) বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আজ দুপুর ১টার দিকে বাঘাইহাট ব্যাটালিয়নের (৫৪ বিজিবি) হাবিলদার মো. এলাহান মিয়া (৪৯) কান্তালং বিওপি থেকে লিংক টহলের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এসময় চিম্বুলুই বিওপির নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ তার বাম হাত ও বাম পায়ে তীব্র ব্যথা এবং অবশভাব অনুভূত হয়। ঘটনার পরপরই ব্যাটালিয়নের মেডিকেল অফিসার তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরে ঢাকার পিলখানাস্থ বিজিবি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে তার মধ্যে লেফট-সাইডেড হেমিপারেসিসজনিত উপসর্গ পরিলক্ষিত হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে চট্টগ্রাম সিএমএইচে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

সাংবাদিক শাকিল-রুপার জামিন স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আপিল

সাংবাদিক শাকিল আহমেদ ও তার স্ত্রী ফারজানা রুপাকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই আবেদন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে রোববার (৭ জুন) আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হকের চেম্বার জজ আদালতে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে, ১১ মে সাংবাদিক শাকিল আহমেদকে পাঁচটি মামলায় এবং তার স্ত্রী ফারজানা রুপাকে ছয়টি মামলায় জামিন দেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি কে এম জাহিদ সরওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত আদেশ দেন। পরে ওই জামিনাদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

যশোরে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

যশোর সদর উপজেলার দেয়াড়া ইউনিয়নে বজ্রপাতে মো. রুবেল হোসেন (১২) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আব্দুর রশিদ (৪৫) নামের এক কৃষক গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার (৬ জুন) বিকেলে ৩টার দিকে উপজেলার চান্দুটিয়া গ্রামের পশ্চিম মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল হোসেন ওই গ্রামের শিপন হোসেনের ছেলে। অপরদিকে, আহত কৃষক আব্দুর রশিদ একই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকাল ৩টার দিকে চান্দুটিয়া গ্রামের পশ্চিম মাঠ থেকে কিশোর রুবেল বাড়ি ফিরছিল। একই সময় নিজের গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন কৃষক আব্দুর রশিদ। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই রুবেল হোসেন মারা যায়। আর

আব্দুর রশিদ জ্ঞান হারিয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকেন। পরবর্তীতে মাঠ থেকে ফেরার পথে এক পাওয়ার ট্রিলার চালক তাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে রশিদের পরিবারকে খবর দেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং তাকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান বলেন, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর হয়েছে। সার্বিক খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

পল্লবীর সেই শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় আজ

রাজধানী ঢাকার পল্লবীতে আট বছর বয়সি এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার বহুল আলোচিত মামলার রায় আজ রোববার (৭ জুন) ঘোষণা করা হবে। ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীন এ মামলার রায় ঘোষণা করবেন। গত ১৯ মে পল্লবীর নিজ বাসার পাশের একটি ফ্ল্যাটে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয় দ্বিতীয় শ্রেণির ওই শিক্ষার্থী। ঘটনার পর দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার আশ্বাস দেওয়া হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৭.০৬.২০২৬ নারগীস)

রেডিও টুডে

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী। তিনি জানান, বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ও প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ উপস্থিত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে তিনদিনের সফরে সিউল থেকে ঢাকায় আসেন হাকান ফিদান। শুক্রবার হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গেও দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন তিনি। এরপর তিনি রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি দেখতে কক্সবাজার যান এবং রাতে ঢাকায় ফিরে আসেন। আজ বিকালে ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে তুরস্কের এই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো শেডে আগুন : তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি

ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো শেডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কার্গো শেড পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাত। তিনি বলেন, তদন্তের পরই আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ বিষয়ে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কমিটির প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিরূপণ করা হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বারবার শর্ট সার্কিটের ঘটনা কেন ঘটছে। এর আগেও যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, সেই তদন্ত প্রতিবেদনেও শর্ট সার্কিটের কথা বলা হয়েছিল। তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও গাফিলতি রয়েছে। আমাদের সেটি স্বীকার করতে হবে। রশিদুজ্জামান মিল্লাত আরও বলেন, শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে কমিটিকে প্রাথমিক প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। যদি কারও গাফিলতির কারণে এ ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

শিশু রামিসা হত্যা মামলার রায় রোববার

রাজধানীর পল্লবীতে শিশু রামিসা আক্তারকে (৮) নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলার রায় রোববার ঘোষণা করা হবে। ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীন এ রায় ঘোষণা করবেন। রায়ে আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাশা করেছেন রাষ্ট্রপক্ষ। শনিবার রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর আজিজুর রহমান গণমাধ্যমে বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণে আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের বিরুদ্ধে ভিকটিম রামিসাকে হত্যার অভিযোগ প্রমাণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনায় আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আসামিপক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মুসা কালিমুল্যাহ বলেন, আমরা ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করছি। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে রায়ের জন্য রোববার দিন নির্ধারণ করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

দেশের সংকট মোকাবিলায় কাজ করছে সরকার : অর্থ উপদেষ্টা

দেশের সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করছে সরকার। এ জন্য নতুন অর্থবছরের বাজেটে 'রিকভারি ও রিকনসিলিয়েশন' প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক রাশেদ

আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেন, বিদ্যমান সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শনিবার 'সংকট মুহূর্তের বাজেট ২০২৬-২৭' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক তিতুমীর জানান, নতুন অর্থবছরের বাজেটে ৬০ হাজার কোটি টাকার 'রিকভারি ও রিকনসিলিয়েশন' প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের আরো কাছে পৌঁছে দিতে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রম চলমান। গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কৃষি খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি, শিল্পভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন, তেল ও বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ, পরিবেশগত সংকট, রেমিট্যান্সপ্রবাহ এবং আমদানি-রপ্তানি খাতের প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সমন্বিত পরিকল্পনা ও বাস্তবমুখী নীতিমালা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

২৪ ঘণ্টায় যমুনা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা

যমুনা সেতুর ওপর দিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ হাজার ৫৮০টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ১৪ লাখ ২৭ হাজার ২৫০ টাকা। শনিবার যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সেতু দিয়ে ৪০ হাজার ৫৮০টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গগামী ১৫ হাজার ৪৪৮টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা। অপরদিকে ঢাকাগামী ২৫ হাজার ১৩২টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এর বিপরীতে টোল আদায় হয়েছে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৬৮ হাজার ৪৫০ টাকা। এ ব্যাপারে যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন বলেন, "বর্তমানে যমুনা সেতুর দুই পাশ দিয়ে ৯টি করে মোট ১৮ বুথ দিয়ে যানবাহন পারাপার হচ্ছে। এর মধ্যে আলাদা করে দুইটি করে বুথ দিয়ে মোটরসাইকেল পারাপার হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

সীমান্তে ৫ জনকে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা, বিজিবির বাধায় ব্যর্থ বিএসএফ

দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত দিয়ে পাঁচজনকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির তৎপরতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শনিবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে হিলি সীমান্তের ঘাসুড়িয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল লতিফুল বারী বলেন, সীমান্ত দিয়ে যাতে অবৈধভাবে কেউ বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি টহল ও নজরদারি জোরদার করেছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় অরক্ষিত সীমান্ত এলাকাগুলোও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান তিনি। এর আগে, লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার বড়খাতা সীমান্তে 'পুশ-ইন' করা লোকজনকে শুক্রবার রাতে আবার ভারতের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। একইভাবে পাটগ্রামের পঁয়ষট্টিবাড়ি সীমান্তে বিজিবির বাধার মুখে শূন্যরেখার কাছে অবস্থান করা ব্যক্তিদের শনিবার সকালে নিজেদের ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নেয় বিএসএফ। এদিকে, লালমনিরহাট-১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আদিতমারীর দুর্গাপুর সীমান্তের ভারতীয় অংশে অবস্থান করা লোকজনও শুক্রবার রাতে আরও ভেতরের দিকে সরে গেছে। বিজিবি জানিয়েছে, জেলার সব সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও টহল কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার ভোরে লালমনিরহাট জেলার চারটি সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশুসহ ৩৩ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করে বিএসএফ। তবে বিজিবি ও স্থানীয়দের বাধার মুখে সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

এবার হেমোরেজিক ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে পারে, যেখানে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের আশঙ্কা অনুযায়ী এবার হেমোরেজিক ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে পারে, যেখানে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি রয়েছে। শনিবার সকালে ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে তিন মাসের বিশেষ অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কথা জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা আশঙ্কা করছেন, এবারের ডেঙ্গুর রূপ হবে ভয়াবহ, যার নাম হেমোরোজিক। ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে হতে পারে রক্তক্ষরণও। সুতরাং আগে থেকেই সচেতন হতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে দুই থেকে তিনদিন পর মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, ডেঙ্গু মশার লার্ভা যে প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে, সেখানকার সংশ্লিষ্টদের জরিমানা করা হবে। পাশাপাশি, এ বিষয়ে অসহযোগিতা করলে আইন প্রয়োগ ছাড়া সরকারের বিকল্প কিছু করার থাকবে না বলেও সতর্ক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এদিকে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুস সালাম বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন হতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের জরিপে এসেছে, ডেঙ্গুর জন্য দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬৩টি ওয়ার্ড ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, ২৮টি ওয়ার্ড অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। জনগণের দায়িত্ব ৫০ শতাংশ এবং সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব ৫০ শতাংশ হলেই ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্ভব। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এ আমন্ত্রণ জানান বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এ সময় তারেক রহমান বাংলাদেশ সফরের জন্য তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। হাকান ফিদান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। তিনি বলেন, তাঁর এ সফর বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্ককে কৌশলগত পর্যায়ে উন্নীত করার প্রথম পদক্ষেপ। এ লক্ষ্যে উভয় পক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বার্ষিক ফরেন অফিস কনসালটেশন আয়োজনের বিষয়ে একমত হয়েছে। এ ছাড়া দুই দেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের অংশগ্রহণে প্রতিবছর 'টু প্লাস টু' (২+২) পরামর্শ বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতা আরও জোরদারের লক্ষ্যে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অংশগ্রহণে একটি পরামর্শ কাঠামো বা কমিটি গঠন করা হবে। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষভাবে রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, যৌথ উৎপাদন ও সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

১১ জুন বাজেট পেশ এবং ১৫ জুন সম্পূরক বাজেট পাস : চিফ হুইপ

আগামী ১১ জুন সংসদে বাজেট পেশ হবে এবং ১৫ তারিখ বিকেলে সম্পূরক বাজেট পাস হবে বলে জানিয়েন চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি। শনিবার সন্ধ্যায় সংসদীয় দলের সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান। চিফ হুইপ বলেন, ১৬ জুন থেকে বাজেট আলোচনা শুরু হবে। সেদিন থেকে সকাল, বিকাল সংসদ অধিবেশন হতে পারে। ৩০ তারিখের মধ্যে বাজেট পাস করতেই হবে। এরপর প্রেসিডেন্টের কাছে স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হবে। বাজেটের নিয়ম গেজেট হতে হবে রাত ১২টার আগে। তিনি বলেন, ৩০ লাখ কোটি টাকা ঘাটতি নিয়ে এ সরকার যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু এ সরকারের আন্তরিকতা এবং চুরি না করার কারণে দেশে একটি নরমাল অবস্থা আছে। চুরি-দুর্নীতি বন্ধ করা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। আমলাতন্ত্রের কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই সবসময়। সবাই আটকা পড়ে আমলাতন্ত্রে। মানুষ যেন নির্বিঘ্নে সব কাজ করতে পারে, সে চেষ্টা চলছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

দেশে চাঁদাবাজ ও মাদকের কোনো জায়গা হবে না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দেশে চাঁদাবাজদের কোনো জায়গা হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এতে সায় দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে আসন্ন বাজেট অধিবেশন উপলক্ষ্যে ব্রিফিংয়ে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম এ কথা জানান। এদিন বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ ভবনে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংসদীয় দলের কাছে ৭ মন্ত্রী তাদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কে ১২০ দিনের কার্যক্রম উপস্থাপন করেছেন। সভা শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের ব্রিফ করেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ। তিনি জানান, সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের এ সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। চিফ হুইপ জানান, এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট ৫টি হাসপাতাল করতে চীনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এ ছাড়া, স্কুলে মানসম্মত খাবার সরবরাহ না করায় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মো. নূরুল ইসলাম আরও জানান, সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন দেশে চাঁদাবাজ ও মাদকের কোনো জায়গা হবে না। বিষয়টি স্বল্প সময়ে স্পষ্ট হবে। প্রধানমন্ত্রী এতে সায় দিয়েছেন। সরকারদলীয় সংসদীয় সভায় শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড নিয়েও আলোচনা হয়েছে জানিয়ে চিফ হুইপ বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ে রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় হবে রোববার। ব্রিফিংয়ে ৬৬ শতাংশ গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বাড়েনি বলেও জানান চিফ হুইপ।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল, আটক ২৪

নোয়াখালীর সদর উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে ২৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম। তিনি জানান, শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার এওজবালিয়া, কালাদরাপ ও নোয়াখালী পৌরসভা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে নয়জন যুবলীগ এবং ১৫ জন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী রয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বাঁধেরহাট বাজার এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা মব সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন। স্থানীয়দের দাবি, নোয়ান্নই ইউনিয়ন

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল করিম ওরফে বাবুর নেতৃত্বে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের আগে দুপুর থেকেই সংগঠনটির বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী বাঁধেরহাট বাজার এলাকায় জড়ো হতে থাকেন। ওসি মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, "মিছিলের সম্ভাব্য তথ্য পাওয়ার পর আগেই বাঁধেরহাট বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নির্ধারিত স্থানে কর্মসূচি পালন করতে না পেরে পরে তারা বাজারের বাইরে মিছিল করে। ঘটনার পরপরই রাতভর অভিযান চালিয়ে ২৪ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।" (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

১০১ শয্যায় উন্নীত হচ্ছে দেশের সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্যসেবা খাতকে শক্তিশালীকরণে দেশের সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে সহযোগিতা করার নির্দেশনা জারি করেছে। অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ডা. জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ রুহী আদেশে সই করেন। আদেশে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০১ শয্যায় উন্নীত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আদেশে উল্লেখ করা হয়, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন এবং রোগীদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের অনেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা সংখ্যা সীমিত হওয়ায় রোগীদের চিকিৎসাসেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে উপজেলা পর্যায়েই অধিকসংখ্যক রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাবেন এবং জেলা সদর হাসপাতালের ওপর চাপও কমবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

BBC

SCORES OF UKRAINIAN DRONES TARGET ST PETERSBURG IN ATTACK RUSSIA CALLS 'UNPRECEDENTED'

Russian authorities say Ukraine has launched an "unprecedented attack" on and around St Petersburg, as the city hosts the final day of Russia's annual economic forum. More than 240 drones were shot down over the surrounding Leningrad region, governor Aleksandra Drozdenko said, while the city's governor, Alexander Beglov, urged residents to remain indoors for the first time since the beginning of the war. Ukraine's President said his forces hit Russia's arsenals and a naval base in what he called a just response to Russian attacks. It comes just a day after Russia's president delivered a speech at the forum, in which he said there was no point in meeting Zelensky, who had called for direct talks on ending the war. (BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

US AND IRAN EXCHANGE STRIKES IN GULF IN LATEST TEST OF CEASEFIRE

The shaky ceasefire between the US and Iran has been tested further, with American forces targeting Iranian drones and radar sites, and Iran firing missiles at US bases in the Gulf. The US military said it had shot down four Iranian "one-way attack drones" launched towards the Strait of Hormuz, which it said "posed an immediate threat to regional maritime traffic". US forces "subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites" in the south of the country "to defend against further attacks", US Central Command (Centcom) said. Iran retaliated by firing ballistic missiles at two US air bases in Kuwait, and facilities of the US Navy in Bahrain, Iran's Irib news agency reported. These comes several days after the US and Iran exchanged strikes in an escalation that threatened the ceasefire that has been in place since April. (BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

ARMENIA BRACES FOR ELECTION AS RUSSIA PILES PRESSURE ON PRO-WEST GOVERNMENT

Armenia votes on 7 June under mounting Russian economic pressure, as Prime Minister Nikol Pashinyan seeks re-election on a promise of European integration. The election has drawn significant international attention to the small South Caucasus nation of three million people, which has steadily grown closer to the West while still intertwined with Russia, its largest trading partner. The rapprochement with the West is largely Pashinyan's doing. Since coming to power in 2018, the prime minister has steered his country away from Moscow, passed a law to launch the process of joining the EU, and accelerated the peace process with neighbouring Azerbaijan via a US-brokered agreement. The latter has won him US President Donald Trump's endorsement. (BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

IRAN'S FOOTBALL TEAM GRANTED VISAS TO ENTER US FOR WORLD CUP: OFFICIALS

Iran's football team has been granted visas to enter the US ahead of the World Cup next week, US officials have confirmed. The approval comes just 10 days before the team's opening fixture against New Zealand, due to be held in Los Angeles on 15 June. "The visas necessary for Iran to compete in the World Cup, including for athletes and necessary support staff, have been issued," officials said. They added that the US would not allow the Iranian team to "abuse this system to sneak terrorists into the United States under false pretenses". The Iranian football federation is yet to publicly comment on the visa approvals. The FIFA World Cup 2026 is set to kick off on 11 June, and will be hosted by the US, Canada and Mexico. (BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

CANADA BANS TEXAS CATTLE OVER FLESH-EATING SCREWWORM OUTBREAK IN US

Canada's food inspection agency has announced a temporary ban on livestock from the US state of Texas after flesh-eating screwworms were discovered in calves this week. Cows and horses that were in Texas anytime within 21 days before crossing the border into Canada would not be accepted into the country, an agency news release said. The announcement comes after the US Department of Agriculture (USDA) said the parasite had been found in a second calf in Texas - the leading US beef and cattle producer. Texas Gov Greg Abbott declared a state of disaster on Friday over the "imminent threat" the outbreak posed. "This is likely to spread over the course of the summer," Abbott told reporters on Friday.
(BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

PALESTINIAN BABY KILLED BY ISRAELI GUNFIRE IN WEST BANK: HEALTH MINISTRY

A seven-month-old baby boy has been killed by Israeli gunfire in the occupied West Bank, the Palestinian health ministry has said. The ministry identified the infant as Sam Fahd Abu Haikal, adding that his parents were also injured in the shooting in the Tel Rumeida area, south of the city of Hebron. The Israel Defense Forces (IDF) said its troops on Friday "perceived a vehicle accelerating toward them" and one of the soldiers "responded with single shots toward the vehicle". "As a result, three Palestinians were injured and evacuated for medical treatment," the IDF said, adding that "the incident is under review". It also expressed "deep sorrow for any harm caused to uninvolved individuals".
(BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

LEBANON SAYS THREE SOLDIERS KILLED IN ISRAELI ATTACK ON CAR

The Israel Defense Forces (IDF) says it has launched an investigation after confirming it attacked a vehicle carrying Lebanese soldiers in southern Lebanon on Saturday morning. The Lebanese Army said two officers and a soldier were killed in the strike on a car, which it described as an "aggressive and barbaric raid". The IDF said the vehicle was "moving suspiciously towards forces" and gunfire had been reported in the area. Israel has been fighting Lebanon-based Hezbollah since March, primarily in southern Lebanon, from where the armed group has launched rocket and drone attacks. It is not in direct conflict with the Lebanese government, which is opposed to Hezbollah and has sought to mediate a ceasefire. (BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

PUTIN SAYS THERE IS 'NO POINT' MEETING ZELENSKY OVER ENDING UKRAINE WAR

Russian President Vladimir Putin has said he does not see any point in meeting Volodymyr Zelensky after the Ukrainian leader requested face-to-face talks over ending the war between the two nations. Zelensky sent an open letter on Thursday calling for direct negotiations with Putin, writing that it was "wrong to simply wait" for the war, which began with Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, to become the focus of US attention once more. The Ukrainian president also requested a ceasefire, while striking a defiant, at-times mocking tone. Putin called the note "rude" and refused the request for a meeting, reiterating his position that peace talks should precede any ceasefire.
(BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

NORTH KOREA'S KIM ORDERS NAVY TO BUILD 10,000-TONNE DESTROYER: STATE MEDIA

North Korea's Kim Jong Un has ordered his navy to build a 10,000-tonne destroyer and develop secret underwater weapons, before a visit by China's Xi Jinping. According to the official Rodong Sinmun newspaper on Saturday, Kim supervised a naval test on Thursday, boarding the 5,000-tonne destroyer Kang Kon and observing another 5,000-tonne warship, the Choe Hyon, as he continues to visit military and weapons sites before Xi's visit. The Kang Kon had partially capsized during a launch ceremony last year and had to be repaired. On Thursday, Kim had called for an "exponential" expansion of his country's atomic arsenal during a visit to a newly opened nuclear material production facility.
(BBC News Web Page: 06/06/26, FARUK)

:: THE END ::